R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
একরঙকে ভাষা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
২৯শে মে, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

ফুলতলার রাস্তা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হচ্ছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ মে—শহরের সব চেয়ে ব্যস্ত এলাকা ফুলতলা মোড়ের রাস্তা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হচ্ছে। আর এই সংকীর্ণতা বাড়াতে সুপরিকল্পিতভাবে সুযোগ করে দিচ্ছেন শহরের কয়েকজন মাতব্বর শ্রেণীর লোক সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডের পশ্চিমে মিঞাপুরের দিকে, পূর্বে গাড়ীঘাটের দিকে, উত্তরে শহর ঢুকতে এবং দক্ষিণে আলের উপর যেতে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান। চারিদিক থেকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরে দুর্বিষহ করে তুলেছে ঐ এলাকার সুস্থ পরিবেশকে। একে তো বাস ষ্ট্যাণ্ডের কোন ছাউনি নাই তার উপর দোকান ও দোকানদারীর উপদ্রবে বাসযাত্রী বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের মান ইজ্জত নিয়ে ঐ সংকীর্ণ রাস্তায় স্বাভাবিক চলাফেরা বা দাঁড়িয়ে থাকা দায়। পি, ডব্লিউ, ডি-র স্থানীয় জনৈক অফিসার এ ব্যাপারে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, এত লোকের রুজি রোজগারের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে আছে সেখানে আমাদের করার কিছুই নাই। দোকানগুলো উচ্ছেদ করতে গেলেই প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে। তবে পুলিশের সাহায্য পেলে দোকান তাঁরা ভাঙ্গতে পারেন, কিন্তু তারপর? যে কর্মচারীরা ঐ সব দোকান ভাঙ্গবেন তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়? ফুলতলার এখন যা অবস্থা তাতে পথচারী বা যানবাহন কারও পক্ষে সহজভাবে চলাফেরার উপায় নাই, যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা অস্বীকার করলে চলবে না। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, গোড়াতেই এই সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল; অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে এবং সম্ভবতঃ বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কোন পক্ষই এর সমাধানে এগিয়ে আসবেন না।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ মে—বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে জেলার পৌর শহরগুলির মত জঙ্গিপুর পৌর শহরেও সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটার পর দোকান বন্ধের নির্দ্দেশে ক্রেতামহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সব চেয়ে বেশী ভাবনায় পড়েছেন নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মজুর শ্রেণী। ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপারটা 'এমন কিছু নয়' ঠেকলেও ব্যবসায়িক দিক থেকে কাপড়ের দোকান, মুদীর দোকান, মনোহারী দোকান ও ষ্টুডিও সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই সব ক্রেতারা যাঁরা দিন আনেন দিন খান। তাঁদের আগে থেকে অত্যাবশ্যক পণ্য কিনে রাখার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই।

মানুষ পুলিশ নয়, কুকুর পুলিশ চাই

চঞ্চল সরকার

ছোট্ট একটি পোষ্টার দেখলাম ফরাক্কায়। তাতে লেখা গুটিকয় কথা—"ফরাক্কা থানা এলাকায় খুন জখমের কিনারা করতে কুকুর-পুলিশ চাই মানুষ পুলিশের পরিবর্ত্তে। কর্ত্তব্যকর্মে অবহেলাকারী, পদার্থ নয় এমন মানুষ-পুলিশ দূর হটো"। এমন পোষ্টার এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই অনুসন্ধান চালাতেই হলো। যা পেলাম, তাকে কর্ত্তব্যকর্মে দারুণ অবহেলা তো বলতেই হয়। সর্ব্বোপরি সেখানকার কয়েকটি পুলিশী কাজকে ওই বিভাগের কলঙ্কই বলতে হয়। যে কেউই যাচাই করতে পারেন।

ফরাক্কা থানা এলাকায় দুটি খুন হয়েছে। একটি গত ১৮ এপ্রিল; অপরটি তারও পূর্বে। একটি নিশিন্দ্রা গ্রামে, অপরটি তুলশীপুকুর—জোরপুকুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তিদের একজন ধীরেন মণ্ডল (নিশিন্দ্রা) অপরটি মাজেদ সেখ। 'বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে, জানিছে সকলে। কিন্তু থানার মানুষ-পুলিশ গণপতি পূজোর দৌলতে তার কোন হদিশ করতে পারছেন না। এ যেন 'সামনে আছে সামনে নাই, দেখিয়ে দেবার মানুষ নাই' খেলা। হাত বাড়ালেই যে গ্রাম সেখানকার জলজ্যান্ত মানুষ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যারাজের কর্মী, কয়েক হাজার টাকা নিয়ে বাজার করতে যাবার পথে মারা পড়লো মাঠের মধ্যে বিজয় গৌরবে। মৃতদেহ পৌছুলো ক্যানালের পূর্বপারে। তটিনীতে তটস্থিত করে হলো পার। রেল লাইনের পাশে শায়িত। হত্যাকারীগণ হলো সক্রিয়। দালাল পরিবৃত 'সেলফমেড' নৃপতির যথাযোগ্য সমাদর হলো। চৌকিদার মাধ্যমে পুলিশ কুকুর আসার কথা ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়া হলো। বলা হলো কেউই যেন ঘর না ছাড়ে। ব্যাস, ওই পর্য্যন্ত। কুকুরও এলো না, হত্যার কূল-কিনারাও হলো না।

এখন প্রশ্ন—মানুষ পুলিশের কাজ কি একান্ত পুলিশ কুকুর নির্ভর? যদি তাই হয় তবে কিবা প্রয়োজন মানুষ পুলিশের পেছনে বছরের পর বছর সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে ট্রেণিং দেবার? পুলিশের পেছনে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক বিদ্যার প্রয়োগের কিবা প্রয়োজন? না, এর পেছনে অন্য কোন মহাবিদ্যা কাজ করছে? অথবা ওই সব হত্যা-টত্যার উদ্ধার পর্ব কুকুরের কাজ বলে মানুষ পুলিশ নাক সিটকাচ্ছে?

পশ্চিমবঙ্গের ইনসপেক্টার জেনারেল অব পুলিশের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এই কেসের কিনারা করতে। যতটুকুই থাক আজো, বিভাগের সেই সুনাম রাখতে অবিলম্বে ফরাক্কা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে অপসারিত করে নূতনের হাতে তদন্তের ভার দিন। আসল রহস্য অবশ্যই উদ্ঘাটিত হবে। কেন না, বহু কলঙ্কজনক ঘটনার জন্য চিহ্নিত করা হচ্ছে তাঁকে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
স্বপালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

॥ লক্ষ টনের ব্যর্থ লক্ষ্য ॥

রবি মরশুমের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। খামারের গম গোলায় উঠিয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ লইয়া বিশেষজ্ঞ স্তরে বিস্তর জল ঘোলা হইয়াছে। দুইটি তরক হইতে এই জল ঘোলার ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। জানা যায়, এই বৎসর সাড়ে ছয় লক্ষ টন গম ফলিয়াছে বলিয়া রাজ্য কৃষি দফতর দাবী করেন। অপর দিকে রাজ্য পরিসংখ্যান দফতর হিসাব দিয়াছেন যে, এই রাজ্যে এবার প্রায় আড়াই লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ একই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন দুইটি দফতরের হিসাবে চার লক্ষ টনের ফারাক থাকিয়া গেল। ফলতঃ এইরূপ হিসাবের ব্যবধান দেখিয়া রাজ্যের যে-কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া যাইতে পারে মনে করিলে দোষের কিছু নাই।

গমের ব্যাপারে তাই রাজ্য সরকারের নূতন ভূমিকা এই যে, এই রাজ্যের মধ্য হইতে গম সংগ্রহ করা হইবে না। রাজ্য সরকার এবারে এক লক্ষ টন গম সংগ্রহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহ লেভি ধার্য করিয়া হইবার কথা ছিল। কিন্তু সরকারী সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত এই যে, এইভাবে গম সংগ্রহে গ্রামাঞ্চলে নাকি চালের দাম বাড়িয়া যাইবে। গ্রামাঞ্চলে চালের বর্তমান দর আড়াই টাকা হইতে পৌনে তিন টাকা কিলো। তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে যে, এই দরটা অত্যধিক বোধ হয় নয়।

ধান সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন ছিল। বিগত নভেম্বর মাস হইতে দিকে দিকে সংগ্রহের হিড়িক পড়িয়া গেলেও বাস্তব চিত্র অন্যরূপ হইল। চালকল মালিকদের খপ্পর জোরদার হইল। ফলে ধানচাল সংগ্রহের সে পরিকল্পনা কিছুটা বানচাল হইল। এই অবস্থায় রাজ্যের গমের 'বাম্পার ক্রপ' সংগ্রহের কথা শুনা গেল। ঘোষিত হইল বোরো সংগ্রহের কথাও। কিন্তু গম সংগ্রহ আর গমগম করিতেছে না। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হইতে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গম সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ফলশ্রুতি : ব্যবসায়ীদের মর্জিমাফিক গমের দর ও সরবরাহ চলিবে। বোরো সংগ্রহ কালবৈশাখীর "ঝোড়ো হাওয়ায়" উড়িয়াছে কিনা কে জানে ?

সরকার এ পর্যন্ত কোন্ জিনিসের দর বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছেন অথবা দরের ঊর্দ্ধ-মুখীনতাকে রোধ করিতে পারিয়াছেন ? তাবৎ অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য কোনটির ক্ষেত্রেই এইরূপ দেখা যায় নাই। চাল, ডাল, গম, তেল—যাহাই হউক, দরবৃদ্ধি বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। কাজেই ধান বা গমের লক্ষটনী সংগ্রহ-লক্ষ্য অলক্ষ্যে যে কাঁচিয়া যাইতেছে তাহা আজ আর বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে না। কেন না, জনগণ আজ 'নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে'।

॥ কাগজ সংকট ॥

অন্যান্য সংকটের সহিত হাত মিলাইয়া কাগজ সংকট আমাদিগকে 'মূর্খ' বানাইয়া তালপাতার কাগজের যুগে ফিরাইয়া লইবার ফন্দি আঁটিয়াছে। খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের ফলে এতদিন পেটের খাবার ও পরনের কাপড় জুটিতেছিল না, এবারে পেটের বিদ্যাও বুঝি যাইতে বসিয়াছে। বিদ্যা কমিয়া আসিলেও বুদ্ধিতে আমাদের দেশের কাগজ ব্যবসায়ী সহ তামাম ব্যবসায়ীদের তুলনা মিলা ভার।

বিশ্বস্ত, আপনজন এই বস্তুটি সকল সময় পাশে পাশে থাকে বলিয়াই সংকট নামক বস্তুটির মৃত্যুসম শীতল পরশে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্যতা ঘটিয়াছে। ছাপা ও লেখার জন্য উভয় প্রকার কাগজের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাঠ্য-পুস্তকের মূল্য সরকারীভাবে ২০% বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মূল্য বাড়িয়াছে অস্বাভাবিক হারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা ছাত্রসমাজকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। অভিভাবকমহল হিমসিম খাইতেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ কর্তৃপক্ষ রেশন কার্ড সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। সাগরদীঘি ব্লক লাইসেন্স রেজিষ্টারের অভাবে আবেদনকারী বেকারদের চাউলের ব্যবসার জন্য ছাড়পত্র দিতে পারিতেছেন না।

দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন ছাপাখানা এবং সংবাদ-পত্রের পরিচালকমণ্ডলী। নিউজপ্রিণ্টের অভাবে রাজকোটের 'নূতন সৌরাষ্ট্র,' জয়পুরের 'রাজস্থান পত্রিকা,' ভূপালের 'ক্রনিকল' এবং ভূপাল ও মধ্য-প্রদেশের 'নবভারত'—এই চারিটি পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। জেলাসমূহের ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাগুলি মুমূর্ষু। ক্ষীণ-শক্তি ক্ষুদ্র পত্রিকার দিকে কে চাহে ? তাহারা মূল্যবৃদ্ধি করিতে ভয় পায়, অথচ শক্তিমান দৈনিকগুলিকে মদত দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী সম্প্রতি জানাইয়াছেন, নিউজপ্রিণ্টের অভাব দূর করিবার জন্য উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরলে চারিটি কারখানা স্থাপন করিয়া বৎসরে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদন করা হইবে। নেপা মিলের উৎপাদন বাড়াইয়া ৩০ হাজার টনের স্থলে ৭৫ হাজার টন করা হইবে। প্রয়োজনের সিংহভাগ নিউজপ্রিণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বর্তমানে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টনের স্থলে দেশে উৎপন্ন হয় মাত্র ৪০ হাজার টন।

কেবলমাত্র নিউজপ্রিণ্টই নহে, দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইতে সকল প্রকার কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়া, সকলের নিকট কাগজ ন্যায্যমূল্যে সহজলভ্য করিয়া তুলিতে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আবার গুলি, আহত—১

ধুলিয়ান, ২৩ মে—গত পরশু সামসেরগঞ্জ থানার দিগড়ি গ্রামে দু'দলে সংঘর্ষ বাধলে বন্দুক ব্যবহৃত হয় এবং গুলিতে ননীগোপাল দাস নামে এক ব্যক্তি আহত হন। তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

ওপারের ডাক

মহাশয়,

এপার বাঙলা থেকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা আপনার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকা পড়তে খুবই আগ্রহী। আশা করি আমাদের, আপনাদের গ্রাহক তালিকাভুক্ত ক'রে, নিয়মিত পত্রিকা পাঠিয়ে বন্ধুরাষ্ট্রের বন্ধুদের বন্ধুত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় ক'রে তুলবেন। জয় বাঙলা। জয় হিন্দ্।

বিনীত—
শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার
সম্পাদক, এস, পি, লাইব্রেরী
মানসা, খুলনা, বাঙলা দেশ।

পেছনের দরজা

আমি আপনার পত্রিকার মাধ্যমে রাজানগর, বৈকুণ্ঠপুর ও নূতনগঞ্জ গ্রামের একটি রেশন দোকান কেলেঙ্কারীর কথা কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই। দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের সরজমিন তদন্ত সাপেক্ষে, তিন মাস আগে রেশন ডিলার সুধীরকুমার দাসের রেশন দোকান খারিজ করা হয়। এখন নতুন ডিলার নিয়োগের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ সংস্থা দরখাস্ত আহ্বান করলে সেই ডিলার এবং তাঁর দুর্নীতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর কয়েকজন আবেদন করেন এবং গোপনসূত্রে জানতে পেরেছি যে, পেছনের দরজা দিয়ে তাঁদেরই একজন রেশন ডিলার নিযুক্ত হ'তে চলেছেন।

জনৈক গ্রামবাসী
রাজানগর।

'ছায়াবাণী'র কর্ম্মচারীরা মাহিনা পাননি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ মে—সম্প্রতি "ছায়াবাণী" প্রেক্ষাগৃহের মালিক "বেশী টাকার উপর পে সীট ছাড়া সই না করলে মাহিনা পাবেন না" এই মর্ম্মে কর্ম্মচারীদের প্রতি নাকি এক হুঁসিয়ারী জারী করেছেন। কর্ম্মচারীরা এতদিন বেশী টাকার উপর "পে সীট" ছাড়াই সই করে এসেছেন এবং কম টাকা পেয়েছেন। কিন্তু বর্ত্তমান দুর্মূল্যের বাজারে তাঁরা আর তা করতে রাজী নন। এদিকে মালিক প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ করে দেবারও হুমকি দিয়েছেন। কর্ম্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে গত ২০/৫/৭৪ রাত্রে কর্ম্মচারী মদন সাহাকে নাকি মালিক তাঁর বাড়ীতে ভদ্রভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছেন ও চাকরী ছেদের ভয় দেখিয়েছেন।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

প্রাথমিক শিক্ষক থানা কমিটি গঠন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ মে—গত ২৬/৫/৭৪ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অন্তর্ভুক্ত রঘুনাথগঞ্জ থানা শাখার কর্মকর্তা নির্বাচন প্রায় তিন (৩০০) শত শিক্ষকের উপস্থিতিতে স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থানার সভাপতি শ্রীজগদীশচন্দ্র পাণ্ডে ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জেলা শাখার সভাপতি শ্রীভক্তনারায়ণ সরকার। নির্বাচন-পর্ব সুষ্ঠ পরিবেশে ও সর্বসম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। পুনরায় শ্রীজগদীশচন্দ্র পাণ্ডে সভাপতি ও শ্রীঅরুণকুমার দাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

হাতেনাতে

সাগরদীঘি, ২৮ মে—সমসাবাদ গ্রামের উপকণ্ঠে একটি গভীর নলকূপের মোটর চুরি করার সময় হাতেনাতে তিনজন ধরা পড়েছে গতকাল রাত্রে কাঠেরপাড়ার গ্রাম্যরক্ষী বাহিনী (আর, জি, পার্টির) হাতে। ধৃত ব্যক্তিদের দু'জন রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখাঁরদিয়াড় গ্রামের এবং একজন সুতী থানার আহিরণের। তারা ফিউজ কেটে কানেকশন বন্ধ করে মোটর চুরি করার সময় ধরা পড়ে। যন্ত্রপাতি সমেত আসামীদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন

জঙ্গিপুর পৌর এলাকা ছাড়াও মহকুমায় খেলাধূলা প্রসার, নতুন খেলোয়াড় তৈরী, খেলাধূলার জগতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও রঘুনাথগঞ্জে চলতি মরশুমে লীগ ও টুর্ণামেণ্ট চালু করার জন্য 'জঙ্গিপুর ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে গত ১৫ মে। এই কমিটি আগামী ২ জুন থেকে ম্যাকেঞ্জি পার্কে লীগের খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই লীগে অংশ গ্রহণের জন্য পৌর এলাকার আগ্রহী ক্লাবগুলোকে কমিটির সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

সুকান্ত স্মরণে যাযাবর সাহিত্য পত্রিকা

কবি 'সুকান্ত' স্মরণে নিমতিতা রুদ্র সংঘের সভ্যবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'যাযাবর সাহিত্য-লহরী পরিষদ'-এর পরিচালনায় **যাযাবর** সাহিত্য পত্রিকা আগামী ১৫ই আগষ্ট '৭৪-এ আত্মপ্রকাশের পথে। লেখা (১০০০ শব্দের মধ্যে) ও বিজ্ঞাপন ১৫ই জুলাই '৭৪-এর মধ্যে পৌছান প্রয়োজন।

লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের যৌথ সহযোগিতা পরিষদের একান্ত কাম্য। যোগাযোগের ঠিকানা: কর্মাধ্যক্ষ, নিমতিতা রুদ্র সংঘ, পোঃ নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ। শ্রীকমলকুমার ত্রিবেদী, জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ সংস্থা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। পণ্ডিত প্রেস, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

আপনাদের বলছি

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র জাতীয় সম্পত্তি। অর্থাৎ আপনারই সম্পত্তি। এর সুষ্ঠ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আপনাদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমান সরকারের তরফ থেকে সব রকম চেষ্টা চলছে যাতে অসুস্থরা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা পায়। যতদূর সম্ভব সব রকমের ঔষধ, সুচিকিৎসক, সেবিকা আর অন্যান্যদের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজন শুধু আপনাদের সেবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা।

১। চিকিৎসার আর শুশ্রূষার ভার ডাক্তার, সেবিকা আর অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্ম্মীদের ওপর ছেড়ে দিন।

২। কলিকাতার বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা রোগের ঔষধের ব্যবস্থা ঠিক করে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। সেক্ষেত্রে বিশেষ কোন ঔষধের জন্য চাপ দেবেন না। সেক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রয়োজনে কোন গরীব রোগী বঞ্চিত হবে।

৩। মনে রাখবেন আউটডোরে সব ওষুধ দেবার কথা নয়। সুতরাং দামী ইন্‌জেক্‌সন ইত্যাদির জন্য কর্ত্তব্যরত ডাক্তারকে দায়ী করে চাপ দেবেন না। সাধারণ সব ওষুধই পাওয়া যাবে যাতে বহির্বিভাগের রোগীদের সুচিকিৎসা হয়। তবে চাহিদা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পতা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে অনুরোধ, যিনি অসুস্থ তিনিই চিকিৎসার জন্য আসুন। অনুপস্থিত কোন রোগীর শুধু রোগের কথা বলে ওষুধ নেবেন না। কারণ তাতে করে ডাক্তারের পক্ষে রোগী না দেখে ওষুধ দিলে ভুল চিকিৎসা হতে পারে।

৪। হাসপাতালের যে কোন পরিচালন ব্যবস্থায় আপনি যদি অখুশি হন কিম্বা যদি বোঝেন রোগীদের কোন অসুবিধের কথা, তবে কর্ত্তব্যরত ডাক্তার বা নার্সদের অভিযুক্ত না করে সরাসরি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান।

৫। মনে রাখবেন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আপনাদেরই জন্য। প্রয়োজন শুধু আপনাদের সহযোগিতার তার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য আপনার চাইতেও তাদের প্রয়োজন সুবিধার জন্য।

৬। শুধুমাত্র চিকিৎসা নয়, স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প যেমন পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ, বসন্ত দূরীকরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারের সাফল্যের জন্য আপনার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।

মনে রাখবেন আপনাদের সেবার জন্যই আমরা আর আমাদের শত শত প্রতিষ্ঠান।

স্বাস্থ্য কর্ম্মীদের পক্ষ থেকে—

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

মুর্শিদাবাদ।

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রেরিত)

"……এহি কপাল্‌কা ফের"

—দিলদার

"আশা আশা মে দিন গুমায়া বেলা হুয়া কুবের,
ঝুল্‌তা হ্যায়, গিরতা নেহি, এহি কপাল্‌কা ফের।"

বঙ্গানুবাদ—

"আশায় আশায় দিন কাটিয়ে শেষ হলো বেলা,
ঝুলছে কিন্তু পড়ছে নাকো, একি কপালের খেলা।"

ছোট কিংবা মাঝারী বন্‌ধ নয় এবার। এক্কেবারে ভারত বন্‌ধ ১৫ মে তারিখে। বাঞ্ছিত ফল লাভের আশায় অতীতে রকমারি বন্‌ধ করতে করতে এবার ভারতরূপী ষাঁড়ের সুপুষ্ট মাংসপিণ্ড লাভের আশায় গল্পে শেয়ালরূপী বন্‌ধ পালনকারীদের কি ফল লাভ ঘটেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বন্‌ধ-দোঁহা।

জেলার ঝানু এক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে শোনা এককালের ওই দোঁহা যে এমন লাগসই হবে এক্ষেত্রে জানা ছিল না। দিলাম লাগিয়ে। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি গল্পটি।

দিশেহারা অভুক্ত এক শেয়াল অন্য বন্ধুদের প্ররোচনায় রাস্তায় চলমান ষাঁড়ের পেছনে ধাওয়া করেছিল ষাঁড়ের পশ্চাৎভাগস্থ দোদুল্যমান মাংসপিণ্ড লাভের আশায় চলে আর দেখে কখন খসে পড়ে। ধোঁকা লাগে চোখে। এই বুঝি খসে পড়ল। কিন্তু না, খসল না। সূর্য্য গেল অস্তাচলে। ষাঁড় দিনান্তে বসে পড়ে এক নিরাপদ স্থানে। শেষে শেয়ালের সম্বিৎ ফিরে। নিরাশ মনে ফিরে পূর্ব কথামত মিলিত হলো বন্ধুদের সাথে। বাঞ্ছিত ফললাভের কথা পাড়তেই আশাহত শেয়াল পণ্ডিতটি তার অভিজ্ঞতালব্ধ উপরোক্ত দোঁহাটি বলে।

বন্‌ধ, বাংলা বন্‌ধ আর ভারত বন্‌ধে জনসাধারণের বন্‌ধকারীদের প্ররোচনায়, বন্‌ধ পালন করে ওই ষাঁড়-শেয়াল দশা ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। কই, দ্রব্যমূল্য তো কমলো না বন্‌ধে আজো! আর কতদিন চলবে বন্‌ধ-বন্‌ধ খেলা? কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। অতএব জনসাধারণ সাবধান! সম্যক উপলব্ধি করুন। সময় এখনো আছে।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)।

গৃহস্বামীর টাঙ্গিতে দুর্বৃত্ত, আদিবাসীর তীরে ধানচোর আহত ॥ দু'জন ডাকাত মিসায় আটক ॥ আরও গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ২৭ মে—পুলিশসূত্রে পাওয়া এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫ মে রাত্রে এই থানার মনিগ্রামে মন্মথনাথ সাহার বাড়ীতে চারজন দুর্বৃত্ত হানা দিলে গৃহস্বামী টাঙ্গি চালান। ফলে একজন দুর্বৃত্ত জখম হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হ'য়ে একজনকে গ্রেপ্তার করে। দুর্বৃত্তেরা দু'টো কলসী এবং কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া কিছু নিতে পারেনি। টাঙ্গির আঘাতে আহত দুর্বৃত্তকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে। ঐ দিনই মশামারা বিলে বোরো ধান চুরি করার সময় পাহারাদার আদিবাসীদের নিক্ষিপ্ত তীরে একজন দুর্বৃত্ত আহত হয়। গ্রেপ্তারের পর তাকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গত ১৬ মে হরহরি গ্রামে কুরমান সেখের বাড়ীতে ডাকাতি এবং হত্যার অপরাধে বোমায় আহত একজন ডাকাতসহ দু'জন কুখ্যাত ডাকাতকে বয়াড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আহত ডাকাতকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে এবং অন্য দু'জনের উপর মিসা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই মাসে এই থানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটায় গ্রামাঞ্চলে আতংক দেখা দিয়েছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

পলষণ্ডা, ২৭ মে—গত ২৩ মে বেলা আড়াইটা নাগাদ নবগ্রামের তিলিপাড়ায় বিড়ির আগুনে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জনৈক গ্রামবাসীর কাছ থেকে আগুনের খবর পেয়ে থানা কর্ত্তৃপক্ষ দমকলের জন্য বহরমপুরে সংবাদ পাঠান। সেখান থেকে মাত্র কুড়ি মিনিটে দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে আগুন আয়ত্বে আনেন। চারটি খড়ের ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

রক্ত দিন—জীবন বাঁচান

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের একান্ত অভাব দেখা দিয়েছে। রক্তদাতাগণ সত্বর রক্ত না দিলে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। আজই রক্ত দিন, ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে, স্বেচ্ছায় অথবা নগদ ২০৲ টাকা গ্রহণ করে আত্মীয়-স্বজন রোগীর অনুকূলে নিজে রক্ত দিন।

ব্লাড ব্যাঙ্ক
সদর হাসপাতাল
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস হইতে প্রেরিত।)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মির্জাপুর—বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাট্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৪ ও ২৫ মে মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক শ্রীরামপ্রসাদ ব্যানার্জী। অনিবার্য্য কারণে রঘুনাথগঞ্জের 'অনামী' নাট্য সংস্থার নাটক ও পূর্ণ দাসের বাউল গান না হওয়ায় তার পরিবর্ত্তে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় "হে মোর পৃথিবী" ও "রাজযোটক" নাটিকা দুটি অভিনীত হয়।

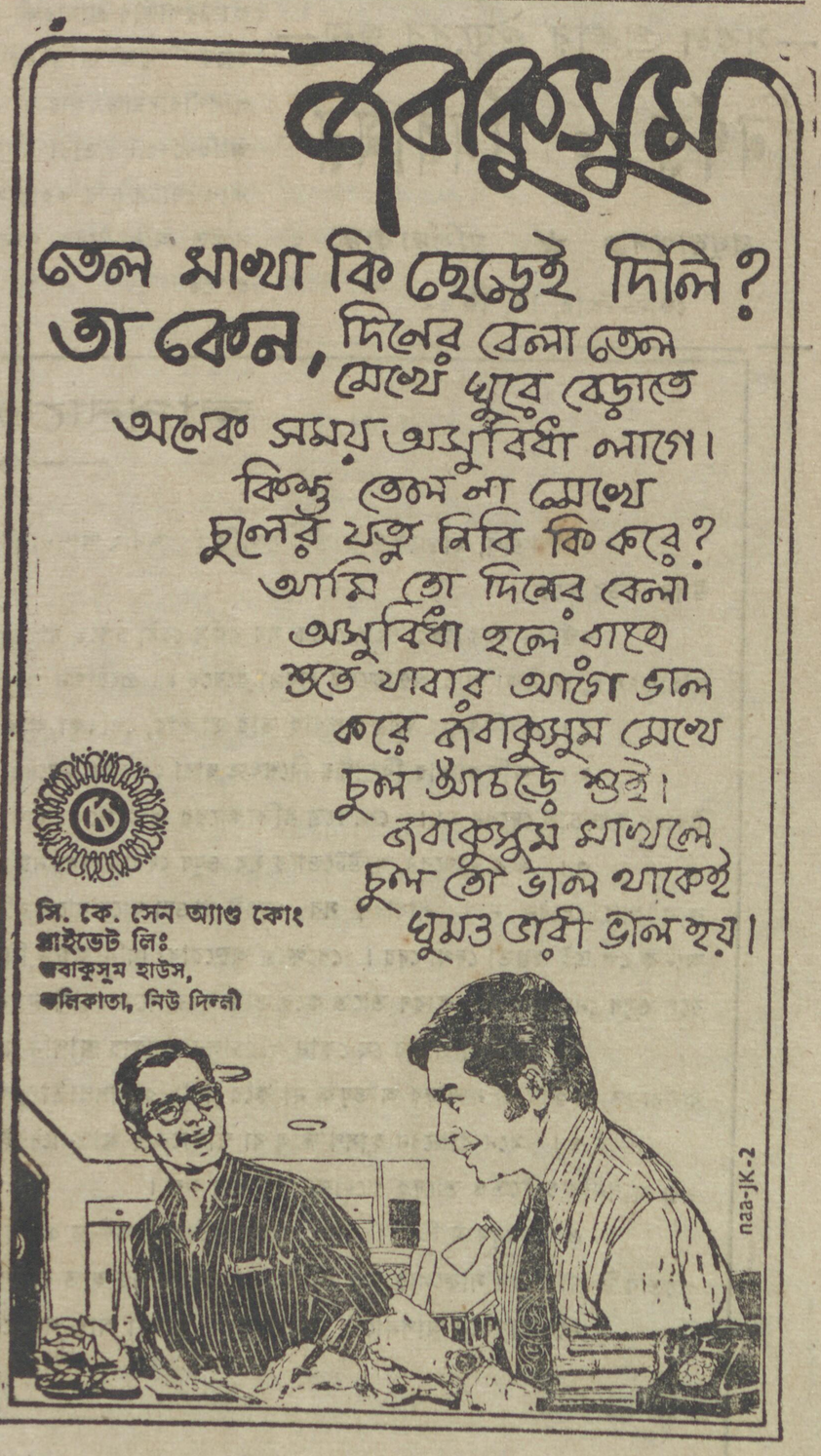

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।